তথ্যপত্র
বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন

বাংলাদেশ সরকারের ১৯৭৩ সালের ৩১ নং আইনবলে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন মেয়েদের জন্য শিক্ষাশ্রয়ী প্রতিষ্ঠানরূপে স্বীকৃত। ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে সরকার অনুমোদিত গঠন ও বিধির আওতায় এই প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়। ৬ থেকে ৩০ বছর বয়সী বালিকা, কিশোরী ও তরুণীর জন্য অনুকূল অথবা প্রতিকূল যে কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হোক না কেন তেমন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য একটি উপযুক্ত বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠান-গার্ল গাইড। গাইডের মর্মবাণী গাইড শিক্ষা আন্দোলনের গতিপথ নির্ধারণ করে এবং পরিবর্তনশীল বিশ্বের উপযুক্ত নাগরিক হতে শিক্ষা দেয়।

বিশ্ব গার্ল গাইডস্ ও গার্ল স্কাউটস্ সংস্থার (WAGGGS) মর্মবাণী হচ্ছে ঃ

"চলমান বিশ্ব পরিস্থিতির পরিবর্তন আনতে পারে কেবল মাত্র কন্যা শিশু এবং তরুণীরাই এবং তারা এ মহান কাজের জন্য তৈরী"।
বিগত একশ বছরের অধিককাল ধরে প্রগতিশীল যুব প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্বের ১৫০টি দেশে গার্ল গাইডের অবস্থান ও কর্মসূচী বিদ্যমান। বিশ্বব্যাপী গার্ল গাইড আন্দোলন বিশ্বের এক বিলিয়নের বেশী অনুর্দ্ধ ৩০ বছর বয়সীদের শিক্ষাদানে ব্যাপৃত। বিশ্ব গার্ল গাইডস্ ও গার্ল স্কাউটস্ সংস্থা পাঁচটি অঞ্চলে বিভক্ত। এশিয়া প্যাসিফিক, আফ্রিকা, ইউরোপ, ওয়েস্টার্ণ হ্যামিস্ফিয়ার এবং আরব। এই পাঁচটি অঞ্চলের বিশ্ব কেন্দ্রের নাম ও অবস্থান হচ্ছে ঃ এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের বিশ্বকেন্দ্র "সাংগাম" ভারতের পুনায় অবস্থিত, "প্যাক্সলজ" ইংল্যান্ডে অবস্থিত, "আওয়ারশ্যালে" সুইজারল্যান্ডে অবস্থিত, "আওয়ার কাবানা" ম্যাক্সিকোতে অবস্থিত এবং "কুসাফিরি" ঘানা, দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থিত। ২০১০ সালে এই বিশ্বকেন্দ্রটি ঘানা, দক্ষিণ আফ্রিকা, কেনিয়া, নাইজেরিয়া, বেনিন, মাদাগাস্কার, উগান্ডা ও তানজানিয়া এই দেশগুলো নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশে গার্ল গাইড কর্মসূচী দশটি অঞ্চলের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এই দশটি অঞ্চল হলো ঃ রাজধানী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, কুমিল্লা, রংপুর ও ময়মনসিংহ।

গার্ল গাইডের শিক্ষা কর্মসূচী ঃ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্পূরক শিক্ষা হিসেবে গার্ল গাইডের শিক্ষা কর্মসূচী অন্তর্ভূক্ত আছে। মেয়েদের বয়স অনুপাতে গার্ল গাইডের উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা চার শাখায় বিন্যস্ত করা হয়েছে। যেমন ঃ ১। হলদে পাখি (৬-১০ বছর) ২। গার্ল গাইড/সি গাইড (১১-১৫ বছর) ৩। রেঞ্জার/সি রেঞ্জার (১৬-২৬ বছর) এবং ৪। যুবানেত্রী (২৭-৩০ বছর)।

বিশ্ব নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার স্বপ্ন দেখছে হলদে পাখিরা

গার্ল গাইড শিক্ষা কর্মসূচীর লক্ষ্য হচ্ছে ঃ

- বালিকা, কিশোরী ও তরুণীদের সুপ্ত প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ সাধন করা ;
- সদস্যদের চাহিদা ও আকাঙ্খা বিবেচনা করা ;
- বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানলাভের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করা এবং
- গাইড প্রতিজ্ঞা নিয়মাবলী অনুসরণ করে দীক্ষা দান।

গাইডের তরুণী সদস্যরা যাতে চলমান বিশ্বের উপযোগী প্রশিক্ষণ নিতে ও দিতে উৎসাহ বোধ করে সে জন্য চারটি বিষয়ে বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়েছে। বিষয়গুলো হচ্ছে ঃ ১) গণতন্ত্র ২) মানবাধিকার ৩) আন্তর্জাতিকতা এবং ৪) প্রতিযোগিতা। গার্ল গাইডের প্রচেষ্টা হচ্ছে জ্ঞান ও দর্শনের এমন এক ভিত তৈরী করা যা গাইড সদস্যদের জীবন, সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠিত হতে সঠিক পথ দেখাবে। গার্ল গাইডের উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা জ্ঞানের একাধিক শাখার মাঝে আন্তঃসম্পর্ক গড়ে তোলে। এমন সম্পর্ক আনুষ্ঠানিক শিক্ষাক্রমের সহায়ক।

গাইড শিক্ষা কর্মসূচীর প্রভাবে যুগের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বালিকা, কিশোরী ও তরুণীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দানে গার্ল গাইডস্ সদা সচেষ্ট। এর মধ্যে রয়েছে পেট্রোল লীডার প্রশিক্ষণ, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে গাইডের দক্ষতা বর্ধনে সহায়ক বিভিন্ন নৈপুণ্য সূচক ব্যাজ ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।

গাইডের আজীবন শিক্ষা যে প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করা হয় তা হলো ঃ

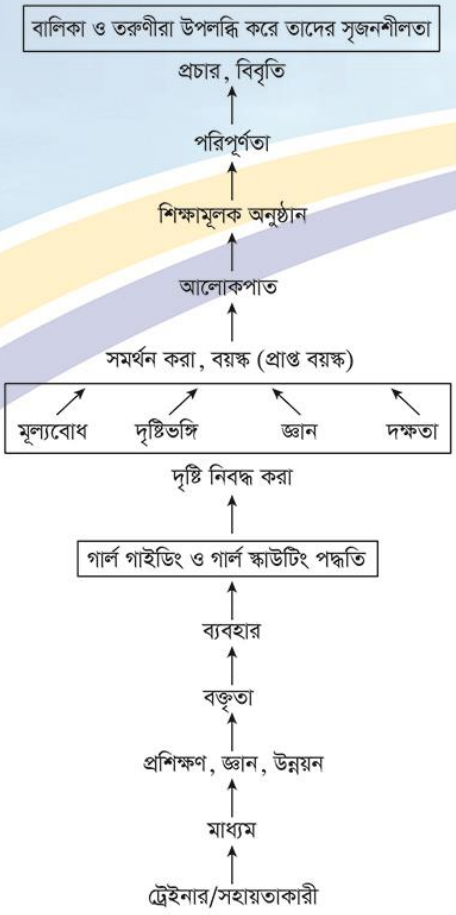

পৃথিবীর অন্য গাইড সদস্য দেশগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন বরাবরই ছয়টি ক্ষেত্রের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ছয়টি ক্ষেত্র হলো - ১. গাইডের শিক্ষা কার্যক্রম, ২. প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, ৩. গঠন কাঠামো ও ব্যবস্থাপনা, ৪. সদস্যতা, ৫. অর্থায়ন ও ৬. সমষ্টির সাথে সম্পর্ক

- **গাইডের শিক্ষা কার্যক্রম ঃ**

ক্যাম্পিং বা তাঁবুবাস গাইড শিক্ষা কর্মসূচীর এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। গাজীপুর জেলার বাড়ই পাড়ায় এসোসিয়েশনের নিজস্ব জাতীয় ক্যাম্প সাইট রয়েছে। জাতীয় ক্যাম্প সাইটে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের সহায়তায় ২ একর জমিতে ৪ তলা ভবন নির্মিত হয়েছে। সারা বছরের প্রশিক্ষণ হাতে কলমে অনুশীলনের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে অনুষ্ঠিত ক্যাম্পে অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যক। ঝাঁক অবকাশ এবং তাঁবুবাসের মাধ্যমে হলদে পাখি, গাইড, রেঞ্জার, গাইডার এবং কমিশনারগণ সর্বপ্রথম বুঝতে পারে যে দায়িত্ব লাভের সুযোগই নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা ও গুণের পুরস্কার।

- **প্রশিক্ষণ ঃ**

গাইড শিক্ষা কার্যক্রম-এর প্রয়োগ সমৃদ্ধ এবং প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম দৃঢ় করার লক্ষ্যে নেত্রী সদস্যদের জন্য রয়েছে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম। ১। হলদে পাখি গাইডার, ২। গাইড গাইডার, ৩। রেঞ্জার গাইডার, ৪। স্থানীয় এসোসিয়েশন সদস্যদের প্রশিক্ষণ ৫। কমিশনার প্রশিক্ষণ ৬। ক্যাম্প ক্রাফট প্রশিক্ষণ ৭। যুবানেত্রীদের প্রশিক্ষণ (প্রতিটি প্রশিক্ষণ বেসিক ও এ্যাডভান্স কোর্সের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।) ৮। ওয়ারেন্ট গাইডার ওরিয়েন্টেশন ৯। লোন ট্রেইনার ওরিয়েন্টেশন এক বছর মেয়াদী জুনিয়র ট্রেইনার ট্রেইনিং সার্টিফিকেট কোর্স চালু রয়েছে। জাতীয়, আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এই সমস্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, এসোসিয়েশনের জাতীয় এবং আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সমূহের আধুনিকীকরণ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হচ্ছে।

- **গঠন ও কাঠামো ঃ**

এসোসিয়েশনের গঠন ও কাঠামোর মধ্যে রয়েছে-জাতীয় গাইড পরিষদ, আঞ্চলিক গাইড পরিষদ, জেলা পরিষদ, উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় পরিষদ। এসোসিয়েশনের গঠন কাঠামো ও ব্যবস্থাপনার একটি প্রধান কর্ম হচ্ছে বার্ষিক জাতীয় পরিষদ অধিবেশন ও বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষা সম্পন্ন করা। প্রতি তিনবছর অন্তর জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে জাতীয় কমিশনার ও কোষাধ্যক্ষ সহ জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির ২৬ (অনুর্দ্ধ ৩০ বছর বয়সের ২জন যুবানেত্রী সহ) জন সদস্য নির্বাচিত হয়। একই ভাবে জেলা গাইড এবং স্থানীয় গাইড পরিষদ-এর ত্রি বার্ষিক অধিবেশনে জেলা গাইড এসোসিয়েশন এবং উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় গাইড এসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচিত হয় । এছাড়াও এসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন উপ-কমিটি সক্রিয় রয়েছে।

- **সদস্য সংখ্যা ঃ**

প্রতি বছর অঞ্চল সমূহের জন্য নির্ধারিত হার অনুয়ায়ী গাইড সদস্য সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার জন্য বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে ক্রমবর্ধমান সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য স্বীকৃতি স্বরূপ সনদ প্রাপ্ত হয়। ৫০তম এশিয়া প্যাসিফিক সম্মেলনে বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশনের পক্ষে জাতীয় কমিশনার কাজী জেবুন্নেছা বেগম সনদপত্র গ্রহন করেন।

- **অর্থায়ন ঃ**

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন নিজস্ব আয়ের পাশাপাশি গাইড কার্যক্রমের প্রসার ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে হলদে পাখি কার্যক্রম সম্পসারণের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে অর্থ বরাদ্দ,

গাইড কার্যক্রমে কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা অন্তর্ভূক্ত

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মঞ্জুরী খাতে সরকারী অনুদান এবং শিক্ষা বোর্ড সমূহের অর্থ বরাদ্দ এবং করিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গাইড কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে। এছাড়াও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারীকৃত পরিপত্র অনুসারে অঞ্চলগুলো জেলা -উপজেলা পর্যায়ে অর্থ আদায়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

- **সমাজের সাথে সম্পর্ক ঃ**

মেয়েদের মধ্যে সামাজিক চেতনা বৃদ্ধি এবং নেতৃত্ব দানের লক্ষ্যে গার্ল গাইড আন্দোলন-এর সদস্যরা সমাজ উন্নয়ন শিক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ, আয়বর্ধন কর্মসূচি গ্রহণ এবং স্বাস্থ্য প্রকল্পের মাধ্যমে সমাজ ও সমষ্টি উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এসোসিয়েশনের চলমান উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্প হলো ঃ ১। শিশু অধিকার সংরক্ষণ-এর আওতাভুক্ত (ক) দিবা যত্ন কেন্দ্র, (খ) সামাজিক শিক্ষা, (গ) গাইড হোম (অনাথ/ছিন্নমূল বালিকাদের আশ্রয়/পুণর্বাসন কেন্দ্র), ২। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, ৩। দূষণমুক্ত পরিবেশ (বৃক্ষরোপণ, স্যানিটেশন এবং বিশুদ্ধ পানি) ৪। স্বাস্থ্য ও পুষ্টি জ্ঞান এবং ৫। শান্তি ও সংস্কৃতি।

প্রকল্প কর্মের মধ্যে দিয়ে সমাজের সাথে গঠনমূলক সম্পর্ক এবং এর প্রতিফলনে উন্নততর নেতৃত্ব স্থাপনে উদ্যোগী গার্ল গাইড। এর প্রেক্ষিতে রেঞ্জারদের সপক্ষ সমর্থন যুব মন্ত্রণালয় পরিচালিত কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মশালায় গাইড ও রেঞ্জার সদস্যরা অংশগ্রহণ করে। এছাড়া কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, টিকাদান ক্যাম্পেইন কর্মসূচি, ফ্রি বিইং মি, টাইড টার্গার্স প্লাস্টিক ব্যাজ প্রোগ্রাম, পোশাক তৈরী ও প্রশিক্ষণ প্রকল্প, কিকবক্সিং প্রশিক্ষণ, বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির সাথে ক). গর্ভধারণ পূর্বসেবা প্রকল্প, খ) স্কুল হেল্‌থ প্রোগ্রাম, রান্না বিষয়ক প্রশিক্ষণ, কিশোরী কর্ণার ইত্যাদি কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কযুক্ত। জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন কমিটিতে সদস্যভুক্ত হয়ে এসোসিয়েশন সরকার-এর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়-এর কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারী ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, প্রাথমিক চিকিৎসা, বিষয় ভিত্তিক, বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপন ও পদযাত্রায় অংশগ্রহণ, সমাজসেবা মূলক কার্যক্রম, যেমন ঃ প্রাকৃতিক দূর্যোগে সেবা প্রদান, টিকাদান কর্মসূচি পালন, শীতবস্ত্র বিতরণ ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে সুসম্পর্ক বজায় রেখে গার্ল গাইড কাজ করে যাচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায় গার্ল গাইডস্ এমন একটি সেবামূলক যুবা প্রতিষ্ঠান যার প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে বালিকা কিশোরী তরুণীদের নেতৃত্ব দানে সম্পৃক্ত ও উৎসাহীত করা। এছাড়াও মানুষের কল্যাণ ও দূর্যোগে সেবাদানে আত্মনিয়োগ অর্থাৎ প্রতিটি গাইড সদস্যের মানসিক ও শারীরিক প্রস্তুতি এমন থাকে যে, সে যে কোন পরিস্থিতির মোকবিলা করতে সক্ষম হয়। দেশের নারী সমাজের উন্নয়নে গাইড সদস্যবৃন্দের প্রচেষ্টা সমাজে তাদেরকে অনন্যা হিসেবে পরিচিত ও সমৃদ্ধ করছে।

আগামীর দেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে রেঞ্জাররা মনোবল অটুট রাখে

গাইডরা আত্মবিশ্বাস নিয়ে দীক্ষা গ্রহণ করার মাধ্যমে দেশ গড়ার কাজে অংশ নেয়

যোগাযোগ ঃ

বাংলাদেশ গার্ল গাইডস্ এসোসিয়েশন

জাতীয় কার্যালয়, গাইড হাউজ, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা-১০০০।

ফোন ঃ ০২-৪৮৩১৫৫০১, ফ্যাক্স ঃ ০২-৪৮৩১৫৫৯২, ই-মেইল ঃ bgguidesho@gmail.com

ওয়েব সাইট ঃ girlguides.org.bd, Facebook.com/BggaHQ